ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউএসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
বিষয়ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় প্রশ্ন ব্যাংক
শ্রেণিঃ ৫ম- ২০২০
অধ্যায়-১ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

১। বাঙালি জাতির জীবনে কোনটি একটি গৌরবময় ঘটনা?
উত্তরঃ মুক্তিযুদ্ধ
২। ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে কবে চলে যায়?
উত্তরঃ ১৯৪৭ সালে।
৩। ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কোন কোন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে?
উত্তরঃ পাকিস্তান ও ভারত।
৪। কোন দুটি দেশ নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়?
উত্তরঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে।
৫। ভাষা আন্দোলন কবে হয়?
উত্তরঃ ১৯৫২ সালে।
৬। ছয়দফা দাবি কবে উত্থাপন হয়?
উত্তরঃ ১৯৬৬ সালে।
৭। গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৬৯ সালে।
৮। কোন নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে?
উত্তরঃ ১৯৭০ এর
৯। কালরাত্রী কবে?
উত্তরঃ ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ।
১০। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা কবে?
উত্তরঃ ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ।
১১। মুজিবনগর সরকার কবে গঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৭১ এর ১০ এপ্রিল।
১২। মুজিবনগর সরকার কবে শপথ গ্রহণ করে?
উত্তরঃ১৯৭১ এর ১৭ এপ্রিল।
১৩। অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু।
১৪। উপ-রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
উত্তরঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
১৫। অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তরঃ তাজ উদ্দীন আহমেদ।
১৬। অস্থায়ী সরকারের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তরঃ এ এইচ এম কামরুজ্জামান।
১৭। মুক্তিযুদ্ধের গতি কবে বৃদ্ধি পায়?
উত্তরঃ মুজিবনগর সরকার গঠনের পর।
১৮। মুক্তিবাহিনী কবে গঠিত হয়?
উত্তরঃ ১১ জুলাই ১৯৭১
১৯। মুক্তিবাহিনীর প্রধান কে ছিলেন?

উত্তরঃ এ. আতাউল গণি ওসমানি।

২০। মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

উত্তরঃ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

২১। মুক্তিবাহিনীকে কয়টি ফোর্সে ভাগ করা হয়?

উত্তরঃ তিনটি।

২২। জেড ফোর্সের দায়িত্বে কে ছিলেন?

উত্তরঃ মেজর জিয়াউর রহমান

২৩। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সারা দেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?

উত্তরঃ ১১টি সেক্টরে।

২৪। কতসংখ্যক যোদ্ধা নিয়ে মুক্তিফৌজ গঠিত হয়েছিল?

উত্তরঃ ত্রিশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে মুক্তিফৌজ গঠিত হয়েছিল ।

২৫। অ্যাকশন গ্রুপের কাজ কি ছিল?

উত্তরঃ অস্ত্র বহন করা।

২৬। ইন্টেলিজেন্ট গ্রুপ কী করত?

উত্তরঃ শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে খবর নিত।

২৭। সে সময়ে মানুষের প্রিয় গান কী ছিল?

উত্তরঃ জয় বাংলা বাংলার জয়

২৮। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রিয় স্লোগান

উত্তরঃ জয় বাংলা

২৯। অপারেশন সার্চলাইট কবে হয়?

উত্তরঃ ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ

৩০। নয় মাসের যুদ্ধে কত মানুষ নিহত হন?

উত্তরঃ ত্রিশলক্ষ।

৩১। ভারতে কত মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল?

উত্তরঃ ১ কোটি মানুষ।

৩২। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী কমিটিগুলো কী কী?

উত্তরঃ শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল বদর, আল শামস

৩৩। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস কবে?

উত্তরঃ ১৪ ডিসেম্বর।

৩৪। যৌথবাহিনী গঠিত কবে?

উত্তরঃ ২১ নভেম্বর ১৯৭১।

৩৫। পাকবাহিনী কবে আত্মসমর্পণ করে?

উত্তরঃ ১৬ ডিসেম্বর

৩৬। পাকিস্তানের পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে কে স্বাক্ষর করেন?

উত্তরঃ লে. জে. নিয়াজি।

৩৭। যৌথ বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে কে স্বাক্ষর করেন?

উত্তরঃ জে. জগজিৎ সিং অরোরা।

৩৮। আমাদের বিজয় দিবস কবে?

উত্তরঃ ১৬ ডিসেম্বর

৩৯। বঙ্গবন্ধু কবে কারাগার থেকে মুক্তি পান?

উত্তরঃ ৮ জানুয়ারি ১৯৭২।

৪০। বঙ্গবন্ধু কবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন?

উত্তরঃ ১০ জানুয়ারি ১৯৭২।

৪১। মুক্তিযুদ্ধের অসীম সাহসিকতা দেখিয়ে শহিদ হয়েছেন এমন ৭জনকে কী উপাধি দেওয়া হয়েছে?
উত্তরঃ বীর শ্রেষ্ঠ
৪২। এছাড়াও সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য আরও তিনটি উপাধি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কী কী?
উত্তরঃ বীর উত্তম, বীর বিক্রম, বীর প্রতীক
৪৩। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা জুড়ে কোন দেশ আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে? উত্তরঃ ভারত।
৪৪। মিত্র বাহিনীর প্রধান কে ছিল?
উত্তরঃ লে. জগজিৎ সিং অরোরা

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ব্রিটিশ শাসন

১। কোন কোন ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠি ব্যবসা করতে ভারতে আসে?
উত্তরঃ পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ
২। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কবে গঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৬০০ সালে
৩। তার পরিবারের কোন সদস্যের সাথে তার সম্পর্ক খারাপ ছিল?
উত্তরঃ খালা ঘষেটি বেগম।
৪। পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?
উত্তরঃ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন।
৫। নবাব পরাজিত হন কেন?
উত্তরঃ সেনা প্রধান মীরজাফরের বিশ্বাস ঘাতকতায়।
৬। ইংরেজরা কত বছর এদেশ শাসন করে?
উত্তরঃ ১৭৫৭-১৯৪৭ পর্যন্ত।
৭। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলে কত বছর?
উত্তরঃ ১০০ বছর
৮। কোম্পানির প্রথম শাসন কর্তা কে ছিলেন?
উত্তরঃ লর্ড ক্লাইভ।
৯। কত সালের ব্রিটিশ রাণী নিজ হাতে ক্ষমতা তুলে নেন?
উত্তরঃ ১৯৫৮ সালে।
১০। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা কত সনে?
উত্তরঃ ১১৭৬ বাংলা।
১১। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হয় কীভাবে?
উত্তরঃ নতুন নতুন স্কুল ও কলেজ, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে।
১২। সিরাজউদ্দৌলা কত সালে কত বছর বয়সে নবাব হন?
উত্তরঃ ১৯৫৬ সালে ২২ বছর বয়সে।
১৩। কত শতকে বাংলার নব জাগরণ ঘটে?
উত্তরঃ উনিশ শতক
১৪। কলকাতায় হিন্দু কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৮১৬ সালে।
১৫। তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন?
উত্তরঃ নারকেল বাড়িয়া
১৬। তিতুমীর কবে নিহত হন?
উত্তরঃ ১৮৩১ সালে

১৭। কার নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়?
উত্তরঃ মন্ডল পান্ডের নেতৃত্বে।
১৮। সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সিপাহীদের সংখ্যা কত ছিল?
উত্তরঃ ৩ লক্ষ
১৯। ধর্মীয় অশান্তি তৈরি করা হয়েছিল কিভাবে?
উত্তরঃ গরু ও শুকরের চর্বি ব্যবহারের গুজব ছড়িয়ে।
২০। বিদ্রোহী সিপাহিদের কোথায় ফাঁসি দেওয়া হয়?
উত্তরঃ বাহাদুর শাহ পার্কে।
২১। বাহাদুর শাহ পার্কের নাম পরবর্তীতে কী রাখা হয়?
উত্তরঃ ভিক্টোরিয়া পার্ক।
২২। কত শতক পর্যন্ত বিষ্টিশ শাষনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে?
উত্তরঃ বিশ শতক পর্যন্ত।
২৩। ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম কবে গঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৮৮৫ সালে।
২৪। বঙ্গভঙ্গ কবে?
উত্তরঃ ১৯১১ সালে।
২৫। মুসলিম লীগ কবে গঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৯০৬ সালে।
২৬। ভারতের বড় বড় আন্দোলন গুলো কী কী?
উত্তরঃ সরাজ, অসহযোগ, সশস্ত্র যুব বিদ্রোহ।
২৭। বিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কোন কোন ব্যক্তির আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা চিরস্মরনীয় ?
উত্তরঃ ক্ষুদিরাম বসু, প্রীতিলতা ওয়াদুদ্দার, সূর্যসেন।
২৮। রাজনৈতিক আন্দোলনের তৃতীয় ধাপে কে নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন?
উত্তরঃ সুভাষ চন্দ্র বসু এবং শেরে বাংলা।
২৯। কাদের গান ও লেখার মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা চেতনা আরো বেগবান হয়?
উত্তরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম,বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩০। নারী জাগরণের অগ্রদূত কে?
উত্তরঃ বেগম রোকেয়া
৩১। ইংরেজরা কবে এদেশে ত্যাগ করে?
উত্তরঃ ১৯৪৭ সালে।
৩২। পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি দেশ কবে জম্ম লাভ করে?
উত্তরঃ ১৯৪৭ সালে।
৩৩। কাকে অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ব বাংলা অঞ্চল গঠিত হয়?
উত্তরঃ আসামকে
৩৪। ইস্ট- ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে কত থেকে কত পর্যন্ত অনেক বার বিদ্রোহ হয়েছে?
উত্তরঃ আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতক জুড়ে।
৩৫। কত সালের পর থেকে ভারতের বাইরেও সৈন্যদের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়?
উত্তরঃ ১৮৫৬ সালের পর।
৩৬। সিপাহী বিদ্রোহে কত মানুষ নিহত হয়?
উত্তরঃ ১ লক্ষ।

৩য় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নির্দশন

১। মৌর্য আমলে মহাস্থানগড় কী নামে পরিচিত ছিল?
উত্তরঃ পুন্ড্রনগর
২। এটি বগুড়া শহরে থেকে কত কি.মি. উত্তরে?
উত্তরঃ ১৮কি.মি
৩। এটি কোন নদীর তীরে?
উত্তরঃ করতোয়া
৪। খোদাই পাথর কত কি.মি লম্বা ছিল?
উত্তরঃ ৩.৩৫ মিটার
৫। ৪৫০ অব্দের মৌর্য আমলের পূর্বের নিদর্শন কোথায় পাওয়া গেছে ?
উত্তরঃ নরসিংদী জেলায় উয়্যারী ও বটেশ্বর গ্রামে।
৬।এই সভ্যতাটি কোন বানিজ্যের যাথে সম্পর্কিত ছিল?
উত্তরঃ সমুদ্র বানিজ্য
৭। উয়্যারি বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শন গুলো কী কী?
উত্তরঃ রৌপ্য মুদ্রা, হাতিয়ার, পাথরের পুঁতি।
৮। পাহাড়পুর কার শাসনামলে নির্মিত হয়?
উত্তরঃ ধর্মপাল
৯। পাহাড়পুর কোন জেলায় অবস্থিত?
উত্তরঃ নওগাঁ
১০। সোমপুর মহাবিহার এর উচ্চতা কত?
উত্তরঃ ২৪
১১। এই বিহারের পাশে কতটি ভিক্ষু কক্ষ আছে?
উত্তরঃ ১৭৭ টি।
১২। ময়নামতির কাহিনীর সাথে কোন সভ্যতার ইতিহাস জড়িয়ে?
উত্তরঃ কুমিল্লার ময়নামতি সভ্যতা।
১৩। এটি কোন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল?
উত্তরঃ বৌদ্ধ।
১৪। এখানকার বিভিন্ন নিদর্শন গুলো কী কী?
উত্তরঃ পোড়ামাটির ফলক, বেজির সঙ্গে যুদ্ধরত গোখরা সাপ, আগুয়ান হাতি।
১৫। সোনার গাঁও ও লালবাগ কেল্লা কোন শতকের ঐতিহাসিক নিদর্শন?
উত্তরঃ সতের শতকের।
১৬। সোনার গাঁও কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
উত্তরঃ মেঘনা।
১৭। সোনার গাঁও কাদের রাজধানী ছিল?
উত্তরঃ প্রাচীন বাংলা মুসলমান সুলতানদের।
১৮। এখানে কার সমাধি পাওয়া গেছে?
উত্তরঃ গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ।
১৯। সোনার গাঁও এ কবে রাজধানী স্থাপিত হয়?
উত্তরঃ ১৬১০ সালে।
২০। এখানে পানাম নগর কবে গড়ে ওঠে কবে ?
উত্তরঃ উনিশ শতকে।
২১। সোনার গাঁও এ লোকশিল্প যাদুঘর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৭৫ সালে।
২২। লালবাগের কেল্লা কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তরঃ ১৬৭৮ সালে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে।

২৩। এটি কে নির্মান করে?

উত্তরঃ শাহাজাদা মোহাম্মদ আজম শাহ।

২৪। এই দুর্গটি সম্পূর্ণ কীসের তৈরী ?

উত্তরঃ ইটের।

২৫। মোঘল শাসকগন কোথায় তাবু টানিয়ে বাস করতেন?

উত্তরঃ লালবাগ দূর্গের খোলা জায়গায়।

২৬। আহসান মঞ্জিল কাদের নির্মিত?

উত্তরঃ বাংলার নবাবদের।

২৭। এটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?

উত্তরঃ বুড়িগঙ্গা

২৮। এটি কে নির্মান করেন ?

উত্তরঃ জামালপুর পরগনার জমিদার শেখ এনায়েত উল্লাহ ।

২৯। শেখ মতিউল্লাহ এটি কাদের কাছ বিক্রি করেন?

উত্তরঃ ফরাসিদের কাছে ।

৩০। ফরাসিদের কাছ থেকে এটি কে ক্রয় করে?

উত্তরঃ ১৮৩০ সালে খাজা অলিমুল্লাহ ।

৩১। কে এই প্রসাদকে কেন্দ্র করে একটি প্রধান ভবন নির্মাণ করেন?

উত্তরঃ খাজা আব্দুল গণি।

৩২। খাজা আব্দুল গণি কার নামানুসারে এর নামকরন করেন?

উত্তরঃ তার পুত্র খাজা আহসানউল্লাহ ।

৩৩। কত সালে কীভাবে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

উত্তরঃ ১৮৮৮ সালে ঘূর্ণিঝড় ও ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে ।

৩৪। বাংলাদেশ কবে এটির তত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়?

উত্তরঃ ১৯৮৫ সালে।

৩৫। এই প্মাসাদে কী কী রয়েছে?

উত্তরঃ লম্বা বারান্দা, জলসাঘর,দরবার হল, রংমহল।

৩৬। বর্তমান আহসান মঞ্জিল কি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে?

উত্তরঃ জাদুঘর ।

অধ্যায়: ৪র্থ আমদের অর্থনীতি: কৃষি ও শিল্প

১। বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি কী?
উত্তর: কৃষি।

২। শতকরা কত ভাগ মানুষ সাথে জড়িত?
উত্তর: ৮০ ভাগ মানুষ।

৩। বাংলাদেশ কেমন দেশ?
উত্তর: একটি উর্বর ব-দ্বীপ অঞ্চল।

৪। কেন এ দেশের সব অঞ্চলে ধান চাষ হয়?
উত্তর: বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের জলবায়ু ও অগভীর জলাভূমি ধান চাষের উপযোগী

৫। বাংলাদেশের কোন কোন ধান চাষ করতে পারে/হয়?
উত্তর: আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ধরনের ধান চাষ হয়।

৬। বাংলাদেশে কোন গমের চাষ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে?
উত্তর: গমের আটায় তৈরি বিভিন্ন খাবারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তাই গমের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। গম কোন ঋতুতে উৎপাদন হয়?

উত্তর: শীত কালে বা শীত ঋতুতে।

৮। কোন কোন অঞ্চলে গম উৎপাদন বেশি হয়?

উত্তর: বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে গম উৎপাদন বেশি।

৯। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ডাল চাষ হয়?

উত্তর: বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে ডাল চাষ হয়।

১০। কোন কোন ডাল উৎপাদন হয়?

উত্তর: ছোলা, মসুর, মটর, মুগ, মাসকালাই, অড়হর ইত্যাদি।

১১। অর্থনীতি শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: অর্থ শব্দের অর্থ টাকা। অর্থ আয় ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ডকে অর্থনীতি বেল।

১২। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য কী?

উত্তর: ধন।

১৩। বাংলাদেশের কোন মাটি আলু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী?

উত্তর: বাংলাদেশের উর্বর দোঁআশ ও বেলে মাটি আলু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

১৪। তৈলবীজ গুলো কী কী?

উত্তর: সরিষা, বাদম, তিমি।

১৫। খাবার সুস্বাদু করতে আমরা কী ব্যবহার করি?

উত্তর: পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মরিচ ইত্যাদি ব্যবহার করি।

১৬। অর্থকরী ফসল কাকে বলে?

উত্তর: যে সব কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা হয়, সে গুলোকে অর্থকরী ফসল বলে।

১৭। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কী?

উত্তর: পাট কে প্রধান অর্থকারী ফসল বলে।

১৮। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে পাট বেশি উৎপন্ন হয়?

উত্তর: ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও নওগাঁ জেলায়।

১৯। পাট দিয়ে কি কি দ্রব্য তৈরি হয়?

উত্তর: পাট দিয়ে রশি, চটের থলে বা বস্তা তৈরি।

২০। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কেন? এবং কোথায় কোথায় চা উৎপাদন হয়?

উত্তরঃ বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামে চা উৎপাদন হয়। বর্তমানে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলাতেও চা চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের চায়ের বিশেষ সুনাম থাকায় বিদেশে চাহিদা রয়েছে।

২১। কোন অঞ্চলে তামাক অনেক চাষ হয়?

উত্তরঃ রংপুর জেলায় তামাকের চাষ বেশি হয়।

২২। মোট কৃষিজ আয়ের ব্যয় কত% আসে মাছ থেকে?

উত্তরঃ ২৩% আয় হয় মাছ থেকে।

২৩। বাংলাদেশের শিল্পগুলো কী কী?

উত্তর: বস্ত্রশিল্প, পোসাকশিল্প, পাটশিল্প।

২৪। অর্ধাংশ বস্ত্রকল গুলো কোথায় রয়েছে?

উত্তর: ঢাকা, নারায়গঞ্জ এবং গাজীপুর জেলাতে।

২৫। একসময় এদেশের কোন কাপড় জগৎ বিখ্যাত ছিল?

উত্তর: মসলিন কাপড়।

২৬। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কী?

উত্তর: পোশাক শিল্প।

২৭। পাট শিল্প গুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, খুলনার দৌলতপুরসহ নদী তীরবর্তী

২৮। পাট দিয়ে আমরা কী কী তৈরি করি?

উত্তর: ব্যাগ, কার্পেট, বস্ত্র তৈরি করি।

২৯। আমরা কী কী আমদানি করি?

উত্তর: বুনন তুলা, পেট্রোলিয়াম, কাঁচমাল হিসেবে তুলা, পাম তেল।

৩০। আমরা কী কী দ্রব্য রপ্তানি করি?

উত্তর: ছেলেদের পোশাক- টি-শার্ট, সোয়েটার, মেয়েদের পোশাক।

৩১। বৃহৎ শিল্প কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সকল কারখানাতে বিপুল পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হয় বড় বড় যন্ত্র অনেক বেশি টাকার দরকার হয় অনেক শ্রমিক লাগে তাকে বৃহৎ শিল্প বলে।

৩২। কাগজ তৈরিতে কী লাগে?
উত্তর: গাছের গুড়ি লাগে।
৩৩। কুটির শিল্প কাকে বলে?
উত্তর: যে শিল্প বা দ্রব্য সল্প পরিসরে বাড়িতে অল্প কোন স্থানে অল্প টাকায় তৈরি হয় তাকে কুটির শিল্প বলে।
৩৪। কোন কোন স্থান কাঁসা শিল্পের জন্য বিখ্যাত?
উত্তর: জামালপুর জেলার ইসলামপুর, টাঙ্গাইল জেলার কাগমারি এবং টাকা জেলার ধামরাই এ সব এলাকায় কাঁসা শিল্প অবস্থিত।

অধ্যায়: ৫ম -- জনসংখ্যা পরিবারের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

১। বাংলাদেশে কত লক্ষটন খাদ্য আমদানি করতে হতো? উত্তর: ২৫ লক্ষ টন খাদ্য
২। মৌলিক চাহিদা গুলোর মধ্যে অন্যতম চাহিদা কী? উত্তর: বস্ত্র চাহিদা
৩। কোন তথ্যমতে বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন? উত্তর: ১০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন
৪। প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার সাথে কত লক্ষ মানুষ যুক্ত হচ্ছে? উত্তর: প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ
৫। কী কারনে গৃহহীন মানুষ শহরে চলে আসছে? উত্তর: নিরাপত্তা আর কাজের খোজে
৬। ছিন্নমূল মানুষ কারা? উত্তর: যারা কাজ ও নিরাপত্তর কারনে শহরে মানবেতর অবস্থায় বসবাস করে।
৭। বাংলাদেশে প্রতিবছর কতজন শিশু জন্মগ্রহন করে? উত্তর: ১০ লক্ষ মানুষ
৮। আমাদের দেশে কত শতাংশ মানুষ এখনও অক্ষর জ্ঞান হীন? উত্তর: ৩৫ শতাংশ
৯। শিশুদের শিশু শ্রমের প্রধান কারন কী? উত্তর: দারিদ্রতা
১০। কারা আমাদের দেশের অর্থনীনিতে অবদান রাখতে পারেনা? উত্তর: শিশুরা, স্বাস্থ্যহীনতা, বৃদ্ধ ব্যক্তি, মানুষিক রোগী।
১১। অধিক ফসল ফলাতে গিয়ে জমিতে মানুষ কী ব্যবহার করছে?
উত্তর: প্রচুর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষুধ
১২। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত কী? উত্তর: ঐ দেশের দক্ষ জনশক্তি
১৩। প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধন কার মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত বা ব্যবহার করা সম্ভব।
উত্তর: দক্ষ জনসম্পদের মাধ্যমে বা দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমেই
১৪। কিভাবে জনসম্পদ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারি?
উত্তর: দক্ষ জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত প্রচুর বৈদাশিক মুদ্রা আয় করতে পারি।
১৫। কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন কেন? উত্তর: দক্ষ জনসম্পদ গড়ার জন্য
১৬। সরকারি সহায়তায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন কর্মসূচির ব্যবস্থা করলে কি হয়? উত্তর: শ্রমিকরা দক্ষ শ্রমিকে রুপান্তর হয়
১৭। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রুপান্তর করার কয়টি পদ্ধতি?
উত্তর: শ্রমশক্তি রপ্তানি করে, মৌলিক শিক্ষার উন্নয়ন, কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন। বিশেষায়িত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
১৮। তোমার এলাকায় একটি শিল্প স্থাপনের জন্য কী কী প্রয়োজন? উত্তর: মূলধন, প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ
১৯। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন সম্পদটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন? উত্তর: মূলধন
২০। কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কী প্রয়োজন?
উত্তর: রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন ঠিকা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারী সহায়তা বাড়াতে হবে। এতে মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
২১। শতভাগ স্বাক্ষরতার হার নিশ্চিত করার জন্য কি প্রয়োজন?
উত্তর: শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে
২২। বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য কী প্রয়োজন? উত্তর: আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধিকরতে হবে।
২৩। আমরা কীভাবে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধিতে মানব সম্পদ ব্যবহার করতে পারি?
উত্তর: উপযুক্ত প্রশিক্ষন, কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি এবং শিক্ষার গুনগতমান বৃদ্ধি করে।
২৪। জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান কী?
উত্তর: ১। জনসংখ্যা বিদেশে রপ্তানি করে।
২। প্রশিক্ষন, শিক্ষা প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধি।

৩। মৌলিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে?
২৫। মৌলিক চাহিদা গুলো কী কী? উত্তর: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা

৬ষ্ঠ অধ্যায় (জলবায়ু ও দুর্যোগ)

১। কত সালে সিডর নামক ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে?
২। বাংলাদেশে ভূমিকম্পে ঝুঁকি রয়েছে কেন?
৩। বড় ধরনের ভূমিকম্পের দ্বিতীয় ঝুকি হিসেবে কী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে?
৪। আবহাওয়া কাকে বলে?
৫। ২০০৯ সালে কোন ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে?
৬। জলবায়ু পবিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের কত শতাংশ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে?
৭। মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক কারণে নদীর কী ক্ষতিগ্রস্থ হয়?
৮। কত সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০% এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে?
৯। কত সালে নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল?
১০। বাংলাদেশের দুর্যোগের ঝুকি মোকাবিলা সরকারের কোন মন্ত্রাণালয় কাজ করে যাচ্ছে?
১১। বাংলাদেশের দুর্যোগের ঝুকি মোকাবিলা সরকারের কোন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে?
১২। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে খরার প্রবনতা বেশি?
১৩। জলবায়ু পরিবর্তন কী?
১৪। বৃক্ষ নিধন কী?
১৫। খরা কী?
১৬। ভূমিকম্প কী?
১৭। জলবায়ু কী?
১৮। দুর্যোগ কী?
১৯। নদী ভাঙ্গন কী?
২০। অধিক হারে ভবন নির্মানের ফলে কী হয়?
২১। নদী ভাঙ্গনের অন্যতম প্রাকৃতিক কারণ কী?
২২। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার কারণ কী?
২৩। শিল্প কলকারখানা এবং যানবাহনের ধোঁয়ার ফলে কী হচ্ছে?
২৪। বিশ্বে জলবায়ু বদলানোর অন্যতম কারণ কী?
২৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা কখন বেড়ে যায়?
২৬। ২০০৯ সালের ঘুর্নিঝড় আইলায় কত জন মানুষ গৃহ হীন হয়ে পড়ে?
২৭। ২০০৭ সালে ঘুর্নিঝড় সিডরে কতজন মানুষের জীবনহানি ঘটে?
২৮। ঘূর্নিঝড় সিডরের গতিবেগ কত ছিল?
২৯। ঘূর্নিঝড় আইলার কতজন মানুষ মারা যায়?
৩০। ঘূর্নিঝড় আইলার কতজন নিখোঁজ হয়?
৩১। মূল্যবান কৃষি জমি বাড়ি ঘর বিলীন হওয়ার কারণ কী?
৩২। আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন কেন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?
৩৩। কোন কারণগুলো নদীর পাড় ভাঙ্গনের জন্য দায়ি?
৩৪। কোন প্রতিষ্ঠান নদীর পাড় রক্ষার কাজ করে যাচ্ছে?
৩৫। সেচের জন্য কালভাট ও স্লুইস গেইট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোন প্রতিষ্ঠান?
৩৬। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজ কী?
৩৭। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খরার প্রবনতা বেশি হওয়ার কারণ কী?
৩৮। কী মাটির মধ্যকার পানি ধরে রাখে?
৩৯। খরার ফলাফল কী?
৪০। বাংলাদেশের খরা প্রবন অঞ্চলগুলো কোন কোন বিভাগে অবস্থিত?
৪১। আমন ধানের কত ভাগ খরার কারণে নষ্ট হচ্ছে?
৪২। আমন ধান কোন মৌসুমের ফসল?
৪৩। কার মতে খরার কারণে আমন ধানের ১৭% নষ্ট হচ্ছে?
৪৪। কীভাবে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব?
৪৫। ভূমিকম্পের পূর্ব প্রস্তুতিগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
৪৬। বাংলাদেশের কোন অঞ্চল তুলনামূলক কম ভূমিকম্পপ্রবন অঞ্চল?
৪৭। আমরা কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে পারি?

৪৮। পরিবেশের বিপর্যয়ের প্রথিবী কী ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে?
৪৯। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে?
৫০। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী ঘটেছে?

৬ষ্ঠ অধ্যায়

উত্তর পত্র

১। ২০০৭ সাল।
২। ভৌগলিক অবস্থান।
৩। সুনামি ও বন্যা।
৪। কোন স্থানের সল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা ও গড়
বৃষ্টিপাতকে আবহাওয়া বলে।
৫। আইলা।
৬। ২০%।
৭। স্বাভাবিক প্রবাহ।
৮। ২০৫০ সাল।
৯। ২০১৫।
১০। উত্তর পূর্ব অঞ্চল।
১১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রনালয়।
১২। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল।
১৩। জলবায়ু স্বাভাবিক পরিবর্তিত রূপই হলো জলবায়ু পরিবর্তন।
১৪। কোন কারণ ছাড়াই নির্বিচারে বৃক্ষ কেটে ফেলা।
১৫। দীর্ঘ সময় বৃষ্টি না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়।
১৬। ভূমির আকস্মিক কম্পন।
১৭। সাধারনত ৩০-৪০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে।
১৮। দুর্যোগ হলো এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি যার ফলে জীব জগৎ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়।
১৯। মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নষ্ট হওয়া।
২০। মাটির কংক্রিট কেটে যায়।
২১। বন্যা।
২২। বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায়।
২৩। বিশ্বেও তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।
২৪। মানবসৃষ্ট দূষণ।
২৫। জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা ব্যাপক হলে।
২৬। ১০ লক্ষের বেশি।
২৭। ৩৪৪৭ জন।
২৮। ১৬০ কিলোমিটার।
২৯। ৩৩০ জন।
৩০। ৮২০৮ জন।
৩১। নদী ভাঙ্গন।
৩২। নদী ভাঙ্গন।

অধ্যায়: ৭ম মানবাধিকার

১। কতসালের কত তারিখে জাতিসংঘ মানবাধিকারে স্বীকৃতি দিয়ে অনুমোদন করেছে?
উত্তর: ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষনাপত্র' স্বীকৃতি দিয়ে অনুমোদন করেছে।

২। আইনের চোখে সবাই সমান এ কথার অর্থ কী?
উত্তর: ঘোষণাপত্র অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, নারী-পুরুষ সবার সমান অধিকার এবং আইনে এর চোখে সবাই সমান।
৩। কারো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে দেখলে তুমি কী করবে?
উত্তর: প্রয়োজনে প্রতিবাদ করব এবং বড়দের সাহায্য নেব।
৪। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার কী অধিকার? উত্তর: মানবাধিকার
৫। অটিস্টিক শিশুরা কোন সমস্যার আক্রান্ত? উত্তর: অটিস্টিক শিশুরা অটিজম সমস্যায় আক্রান্ত।
৬। অটিজম কী? উত্তর: মস্তিষ্কের একটি বিকাশগত সমস্যা
৭। অটিজম কী মানসিক রোগ? উত্তর: না এটি মস্তিষ্কের একটি বিকাশগত সমস্যা
৮। কারা বা কোন শিশুদের দলে খেলতে অসুবিধা হয়? উত্তর: অটিষ্টিক শিশুরা
৯। কোন কোন অটিষ্টিক শিশুরা কী কী প্রতিভার অধিকারী হয়? উত্তর: ছবি আঁকা, অংক করা বা গান পারে।
১০। বাংলাদেশ সরকার কত বছরের শিশুদের শ্রম বেআইনি। উত্তর: ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম বেঅইনি।
১১। মানবাধিকার রক্ষার আমাদের করনীয় কী?
উত্তর: মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
১২। মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের কী করতে হবে?
উত্তর: মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজনে যথাযথ কতৃপক্ষকে জানাতে হবে।
১৩। শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় এমন একটি কাজের নাম বল?
উত্তর: অনেক সময় শিশুদের বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়।
১৪। শিশুশ্রমিক না হয়ে জ্ঞান অর্জন করলে কী হয়? উত্তর: শিশুটি বেশি লাভবান হবে।
১৫। শিশুদের বিদেশে পাচার করার কারণ কী? উত্তর: অনেক ঝুঁকীপূণ ও অমানবিক কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়।
১৬। নারীদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত কাজ কী? উত্তর: মেয়েরা ছেলেদের মতো পারিশ্রমিক পায় না।
১৭। মানব পাচার বলতে কী বোঝায়? উত্তর: বিদেশে পাচার করে তাদের দিয়ে ঝুঁকি কাজ করানো হয়।
১৮। নারী নির্যাতনের দুটি কারন উল্লেখ কর?
উত্তর: যৌতুকের কারনে মেয়েদের নির্যাতন করা হয়।
শারীরিক ভাবে মেয়েদের দুর্বল মনেকরা হয়।
১৯। নারী নির্যাতনের কুফল কী?
উত্তর: নারীর নির্যাতি হলে তারা মানুষিক ভাবে দুর্বল হয়ে পরে। নারীরা সংসারে নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য গুলো পালন করতে পারে না।
২০। বেগম রোকেয়া সম্পর্কে তিনটি বাক্য বল।
উত্তর: নারী জাগরনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বেগম রোকেয়ার শিক্ষার প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল। তিনি নারী শিক্ষার বিষয়ে সমাজে অসামান্য অবদান রাখেন। ১৯০৯ সালে তিনি ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ঐ বিদ্যালয়টি কলকাতায় স্থানান্তর করেন। ডিসেম্বর এই মহসী নারী মৃত্য বরন করেন।

অধ্যায় ঃ অষ্টম --নারী পুরুষ সমতা

১. সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তরঃ নারী পুরুষ উভয়ের।
২. দেশের উন্নয়ন কেন বাধাগ্রাস্ত হয়?
উত্তরঃ নারী পুরুষ সমান অংশগ্রহন ও সমান অধিকার ভোগ করতে না পারলে।
৩. বিশ্বে যা কিছু মহান -------- অর্ধেক তার নর' উক্তিটি কার?
উত্তরঃ কাজী নজরুল ইসলাম।
৪. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন কে?
উত্তরঃ বেগম রোকেয়া।
৫. কাদের মধ্যে সহযোগীতার প্রয়োজন?
উত্তরঃ নারী-পুরুষের মধ্যে।

৬. নারী জাগরনের অগ্রদূত কে?
উত্তরঃ বেগম রোকেয়া।
৭. বেগম রোকেয়া কবে কোথায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে?
উত্তরঃ ১৯০৫ সালের ভাগলপুরে।
৮. বেগম রোকেয়া কবে কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উত্তরঃ ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুরে ।
৯. ভাগলপুর বিদ্যালয় পরে কোথায় স্থানান্তর করা হয়?
উত্তরঃ কলকাতায়।
১০. বেগম রোকেয়া কবে মৃত্যু বরণ করেন?
উত্তরঃ ১৯৩২ সালে।
১১. কত তারিখে রোকেয়া দিবস পালন করা হয়?
উত্তরঃ ৯ই ডিসেম্বর।
১২. বাংলাদেশের কত শতাংশ ছাত্রী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়?
উত্তরঃ ৮৪%।
১৩. বাংলাদেশের কত শতাংশ ছাত্রী ভালো ফলাফল নিয়ে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়?
উত্তরঃ ২৮%।
১৪. আন্তর্জাতিক নারী দিবস কবে পালন করা হয়?
উত্তরঃ ৮ই মার্চ।
১৫. কবে কোথায় পোশাক কারখানায় নারী গার্মেন্টস শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি ও শ্রমের দাবিতে আন্দোলন করেন?
উত্তরঃ ১৮৫৭ সালে ৮ই মার্চ নিউইয়র্ক।
১৬. ১৮৫৭ সালের শ্রমিকদের আন্দোলনের মূল্য লক্ষ্য কী ছিল?
উত্তরঃ পুরুষের সমান মজুরি এবং দৈনিক ৮ ঘন্টা শ্রমের দাবি।
১৭. নিউইয়র্কে গামেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নের নারীরা প্রতিবাদ সমাবেস করেন?
উত্তরঃ ১৯০৮।
১৮. ১৯০৮ সালের প্রতিবাদ সমাবেশ কতদিন চলে এবং এতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কত ছিল?
উত্তরঃ ১৪ দিন ধরে এবং ২০,০০০ জন।
১৯. নারীদের ঐক্যবদ্ধতার বড় উদাহরন কী?
উত্তরঃ ১৯০৮ সালের নারীদের প্রতিবাদ সমাবেশ।
২০.নারীর ভোটাধিকার এবং নারী দিবস ঘোষণার দাবি জানান কে?
উত্তরঃ ক্লারা জেটকিন।
২১. ক্লারা জেটকিন কে ছিলেন?
উত্তরঃ জার্মান সমাজতাত্ত্বিক।
২২. ক্লারা জেটকিন কবে কোথায় নারী দিবস ও নারীর ভোটাধিকারে দাবি জানান?
উত্তরঃ ১৯১০ সালে ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।
২৩. রাশিয়ার নারীরা কত তারিখে নারী দিবস পালন করতো?
উত্তরঃ ফেব্রুয়ারি শেষ রবিবার।
২৪. রাশিয়ার নারীরা কত সালে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ বরিবার নারী দিবস হিসেবে পালন করে?
উত্তরঃ ১৯১৩ সাল।
২৫. কত সালে কোন প্রতিষ্ঠান ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষনা দেয়?
উত্তরঃ ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ।
২৬. দৈনন্দিন জীবনের সকল স্তরে নারীর সমতার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশ্বব্যাপী কী দাবি জানানো হচ্ছে?
উত্তরঃ 'উৎসাহমূলক পরিবর্তন'।
২৭. নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও নীতি মালার উদ্দেশ্য কী?
উত্তরঃ নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি।
২৮.কোথায় বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতন সম্পর্কে জানা যায়?
উত্তরঃ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনের প্রতিবেদনে।
২৯. নারী নির্যাতনের কারন কী?
উত্তরঃ যৌতুক।
৩০। কেন সমাজে নারীকে বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়?
উত্তরঃ যৌতুকের কারণে।

৩১। নারী নির্যাতনের ফলে নারীদের কী ক্ষতিগ্রস্ত হয়?
উত্তরঃ শিক্ষা, বাইরে কাজের দক্ষতা বা সুযোগ।
৩২। সরকারের কোন মন্ত্রনালয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করে?
উত্তরঃ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩৩। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কী কাজ করছে?
উত্তরঃ নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা, আইন সহায়তা প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা দান।
৩৪। নারী নির্যাতন দমনের জন্য কত সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে?
উত্তরঃ ২০১২ সালে।
৩৫। নির্যাতন, নীপিড়ন প্রতিরোধে কী জরুরী?
উত্তরঃ সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন।
৩৬। বিশ্বে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় কী রয়েছে?
উত্তরঃ আন্তর্জাতিক সনদ ও নীতিমালা রয়েছে।
৩৭। মেয়েরা কীভাবে শিক্ষার আলো পেতে থাকে?
উত্তরঃ বেগম রোকেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে।
৩৮। বেগম রোকেয়ার স্মরণে কী পালন করা হয়?
উত্তরঃ প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বমর সরকারি ভাবে বেগম রোকেয়া দিবস পালন করা হয়।
৩৯। নারী নির্যাতনের ফলে কী হয়?
উত্তরঃ নারীর মানবাধিকার খর্ব হয়।
৪০। নারী শিক্ষার প্রয়োজন কেন?
উত্তরঃ পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন।
৪১। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনে কোন প্রতিষ্ঠান কাজ করে?
উত্তরঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৪২। ২০১৫ সালে বিশ্ব নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় কী ছিল?
উত্তরঃ নারী ক্ষমতায়ন- মানবতার উন্নয়ন।
৪৩। বিশ্বব্যাপী 'উৎসাহ মূলক' পরিবর্তন দাবির ফলে কীধরণের পরিবর্তন আসবে?
উত্তরঃ নারী-পুরুষ সমতার অগ্রসরতাকে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।
৪৪। ভাগলপুর বিদ্যালয়ে শুরুতে ছাত্রী সংখ্যা কত ছিল?
উত্তরঃ ৫জন।

অধ্যায়: ৯ম
বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়।
আলোচ্য বিষয়: আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১। বড়দের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি? উত্তর:বড়দের আমরা শ্রদ্ধা করব। তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো এগিয়ে দেব।
২। সমাজের প্রতি তোমার দায়িত্ব কর্তব্য কী?
উত্তর: কারও ক্ষতি করবনা, সবার উপকার করার চেষ্টা করব। সমাজের বিভিন্ন নিয়ম কানুন মেনে চলব। সমাজের বিভিন্ন ধরনের সম্পদ যেমনঃ পার্ক, খেলার পাঠ ইত্যাদি সংরক্ষণ করব।
৩। তোমার এলাকার খেলার মাঠ ও পার্ক কীভাবে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখবে?
উত্তর: খেলার মাঠ ও পার্কে কখনও ময়লা আবর্জনা ফেলবনা। আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট স্থানে রাখব। খেলার মাঠ ও পার্কের বিভিন্ন সৌন্দর্য মূলক গাছপালা বা অন্যান্য স্থাপনা গুলো কাটবনা বা ভেঙ্গে ফেলবনা।
৪। তোমার বাড়িতে দাদী থাকেন। তুমি তাকে কীভাবে সাহায্য করবে?
উত্তর: তাদের প্রয়োজনী জিনিসপত্র গুলো তাদেরকে এগিয়ে দেব ও অন্যান্য খাবার আগায় দিব। পত্রিকা পড়তে চাইলে নিজে শুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়ে দিব। চোখের চশমা ও জায় নামাজসহ তাদের হাতের কাছে এগিয়ে দিব।
৫। অপরিচিত কেউ যদি তোমার কাছে আসে তখন তুমি কী করবে?
উত্তর: অপরিচিত কোন লোক কাছে এলে তার থেকে কিছু নিবনা বা খাবনা। বাড়িতে এল প্রথমে পরিচয় নেব তার পর তাকে বাবা অথবা মায়ের সাথে কথা বলতে বলব। প্রয়োজনে বড়দের সাহায্য নিব।
৬। বাড়ি নিরাপদ রাখতে কী কী করতে হবে? উত্তর: ছুরি, কাঁচি জাতীয় ধারালো জিনিস সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। ঔষধ ও কীটনাশকের গায়ে স্পষ্ট করে লিখে রাখতে হবে যাতে কেই খেয়ে না ফেলে।

৭। প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রাখাতে বলা হয়। এ বাক্সে কী কী থাকে? উত্তর: তুলা, কাঁচি, জীবানুনাশক, থার্মোমিটার, ব্যান্ডেজ, টেপ।

৮। ঘরের বাহীর কিভাবে নিরাপদ থাকার উপায় কী?

উত্তর: রাস্তায় খেলাধুলা না করা, জানালায়ের পাশে খেলার সময় সর্তক থাকা, কোন দেয়াল বা গাছ বেয়ে না ওঠা বা লাফালাফি না করা।

৯। রাস্তায় ওভার ব্রিজ কেন দেওয়া হয়? উত্তরঃ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য রাস্তা পারাপারের জন্য ওভার ব্রিজ দেওয়া হয়।

১০। যেখানে ওভার ব্রিজ নাই সেখানে তুমি কীভাবে রাস্তা পার হবে? উত্তর: জেব্রাক্রসিং দিয়ে হেঁটে রাস্তা পার হব।

১১। কোন উন্নয়নশীল দেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিমান অনেক বেশি? উত্তর: বাংলাদেশে দুর্ঘটনার পরিমান অনেক বেশি।

১২। রাস্তা পারাপারের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাটি কী? উত্তর: ওভার ব্রিজ এবং জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পারাপার করলে।

১৩। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের দুটি করে উপায় বল? উত্তর: রাস্তা পারাপারের সময় ওভার ব্রিজ ব্যবহার করা এবং জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পার হওয়া।

১৪। রাষ্ট্রে প্রতি প্রথম বা প্রধান কর্তব্য কি? উত্তর: রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা

১৫। অনুগত থাকার অর্থ কী? উত্তর: রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনে জীবন দান করা।

১৬। কেন তুমি রাষ্ট্রের আইন মেনে চলবে? উত্তর: দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমাদের দেশের সকল আইন মেনে চলব।

১৭। নিয়মিত কর প্রদান করা প্রয়োজন কেন?

উত্তর: কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়।

১৮। ভোট দান করার অধিকার কোন ধরনের অধিকার? উত্তর: রাজনৈতিক অধিকার

১৯। কত বছর বয়সে তুমি ভোট প্রদান করতে পারবে? উত্তর: ১৮ বছর বয়স থেকে

২০। রাষ্ট্রীয় সম্পদ কী? উত্তর: যে সম্পদ গুলো রাষ্ট্র জনগনের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র তৈরি করে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে।

২১। রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট না হওয়ার জন্য তোমার করনীয় কী?

উত্তর: রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো যেন নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

২২। কিভাবে প্রতিটি মানুষ সরকারের কাজে অংশগ্রহন করতে পারবে ?

উত্তর: প্রথমে ১৮ বছর বয়সের যারা তারা ভোট দান করে সরকারি কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকরি করে অংশ

অধ্যায় ১০--গণতান্ত্রিক মনোভাব

১। গণতন্ত্র শব্দের অর্থ কী?

উত্তরঃ জনগণের শাসন

২। গনতান্ত্রিক মনোভাব কাকে বলে?

উত্তরঃ অন্যের মতামত সম্মান করা এবং অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করাকে গনতান্ত্রিক মনোভাব বলে

৩ ।প্রতিষ্ঠান তার সেবা সবার কাছে কিভাবে পৌছে দিতে পারবে?

উত্তরঃ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা সবার কাছে পৌছে দিতে পারবে।

৪। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?

উত্তরঃ গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

৫। আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতি কী?

উত্তরঃ গণতন্ত্র

৬। আমরা কোন কোন স্থানে গণতান্ত্রিক আচরন করব?

উত্তর ঃ বাড়ি ,বিদ্যালয় ,খেলার মাঠ ,কর্মক্ষেত্র

৭। আমাদের কী মনে রাখতে হবে? উত্তরঃ আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সকলের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব ও পরস্পরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

অধ্যায় ঃ একাদশ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

১। গারো জনগোষ্ঠী কত বছর পূর্বে এ দেশে এসেছে? - ৪০০ বছর।
২। গারো জনগোষ্ঠী কোথা থেকে বাংলাদেশের এসেছে? - তিব্বত।
৩। গারোদের নিজস্ব ভাষার নাম কী? - আচিক।
৪। গারোদের আদি ধর্মের নাম কী? - সাংসারেক।
৫। বেশিরভাগ গারো কোন ধর্মবলম্বী?- খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী।
৬। গারোদের সমাজ ব্যবস্থা কেমন? - মাতৃতান্ত্রিক।
৭। গারোদের ঐতিহ্যবাহী খাবার কোনটি? - বাশেঁর কোড়ল দিয়ে তৈরি করা খাবার।
৮। গরোদের বাড়ি তৈরি করতেন তার নাম কী?- নকমান্দি।
৯। গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম কী? - দকবান্দা বা দকমারি।
১০। গারোদের উৎসবের নাম কী?-ওয়াংগালা।
১১। গারোদের সূর্য দেবতার নাম কী?- সালজং।
১২। গারোরা উৎসবের শুরুতে কী করে?- কৃষিজমিতে অর্ঘ্য নিবেদন করে।
১৩। গারোরা বাংলাদেশের কোন কোন জেলার বাস করে?- নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল।
১৪। কত সালে গারো জনগোষ্ঠী ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল? - ১৮৭২।
১৫। গারোদের দুজন বীর যোদ্ধার নাম কী? - নেংমিনজা ও সোনারাম সাংমা।
১৬। খাসিরা বাংলাদেশের কোন রাজ্যে বাস করত? - জয়ন্তা বা জৈন্তিয়া।
১৭। মনখেমে কী? - খাসিদের ভাষার নাম।
১৮। খাসিদের সমাজ ব্যবস্থা কেমন? - মাতৃতান্ত্রিক।
১৯। কোন জনগোষ্ঠী পান ও মধুর চাষ করেন? - খাসি।
২০। খাসি জনগোষ্ঠীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় কে? - পরিবারের ছোট মেয়ে।
২১। খাসিরা কোন খাবার পবিত্র মনে করেন? - পান-সুপারি।
২২। খাসি জনগোষ্ঠী অতিথি এলে কি দিয়ে আপ্যায়ন করে? - পান-সুপারি ও চা।
২৩। খাসি মেয়েদের পোশাকের নাম কী? - কামিজ পিন।
২৪। যুংগ মারুং কী? - খাসি ছেলেদের পোশাক।
২৫। খাসিদের প্রধান দেবতার নাম কী? - উব্লাই নাংথউ।
২৬। ম্রো জনগোষ্ঠী কোথায় বাস করে? -মায়ানমার সীমান্তের কাছে বান্দরবন জেলার বিভিন্ন উপজেলায়।
২৭। ইউনেস্কো কাদের ভাষাকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে? -ম্রো জনগোষ্ঠীর ধর্মের নাম।
২৮। তোরাই কী? - ম্রো জসগোষ্ঠীর ধর্মের নাম।
২৯। ম্রোদের আরেকটি ধর্মমতের নাম কী? - ক্রামা।
৩০। ম্রোরা কোন ধর্মাবলী? - বৌদ্ধ।
৩১। ম্রো পরিবারের প্রধান কে? - পিতা।
৩২। কোন জনগোষ্ঠী গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থা রয়েছে? -ম্রো।
৩৩। ম্রোরা তাদের বাড়িতে কী বলে? -কিম।
৩৪। ম্রোরা কিভাবে তাদের বাড়ি তৈরি করে? - বাশেঁর বেড়া ও ছনের চাল দিয়ে মাচার উপর বাড়ি তৈরি করে।
৩৫। ম্রোদের অন্যতম সুস্বাদু খাবারের নাম কী? -নাপ্পি।
৩৬। ম্রো মেয়েদের পোশাকের নাম কী? - ওয়াংলাই।
৩৭। শিশুদের বয়স ৩বছর হলে ছেলে ও মেয়েদের কান ছিদ্র করে দেওয়া হয়- ম্রো।
৩৮। ত্রিপুরা ভারতের কোন রাজ্যে বাস করেন? -ত্রিপুরা।
৩৯। ককবরক ও উমোই কী? -ত্রিপুরাদের ভাষার নাম।
৪০। দফা কী? - ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী দলবদ্ধ ভাবে বাস করে, তাদের দলকে দফা বলে।
৪১। ত্রিপুরাদের কতটি দল বাংলাদেশে আছে?-১৬টি।
৪২। ত্রিপুরাদের সমাজ ব্যবস্থা কেমন?-পিতৃতান্ত্রিক।
৪৩। গ্রামের সকল লোকের মঙ্গলের জন্য কী পূজা করেন?- কের।
৪৪। রিনাই ও রিমা কী? - ত্রিপুরা মেয়েদের পোশাকের নিচের অংশকে রিনাই ও উপরের অংশকে রিসা বলে।
৪৫। নাতং কী? - ত্রিপুরা মেয়েদের একপ্রকার কানের দুল।
৪৬। বিশু কাদের উৎসব? - ত্রিপুরাদের নববর্ষের উৎসব।

৪৭। ওরাঁও জনগোষ্ঠী কোথায় বাস করে?- রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর।
৪৮। ওরাঁওদের ভাষার নাম কী?- কুড়ুখ ও সাদ্রি।
৪৯। ওরাঁওদের গ্রাম প্রধানকে কী বলে? - মাহাতো।
৫০। পাহাতো কী?- ওরাঁওদের আঞ্চলিক পরিষদের নাম।
৫১। ওরাঁওদের প্রধান দেবতার নাম কী? - ধরমী বা ধরক্ষেপ।
৫২। ওরাঁদের প্রধান উৎসবের নাম কী?- ফাগুয়া।
৫৩। ফাগুয়া কবে পালন করা হয়? - ফাল্গুন মাসের শেষ তারিখ।

অধ্যায় ঃ দ্বাদশ -- বাংলাদেশ ও বিশ্ব

১। পৃথিবীতে কতটি দেশ আছে?
উত্তরঃ ১৯৫ টি
২। জাতিসংঘ কবে গঠিত হয় ?
উত্তরঃ ১৯৮৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর
৩। জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ কি?
উত্তরঃ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা
৪। বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্য লাভ করে ?
উত্তরঃ ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর
৫। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তরঃ ১৯৩
৬। জাতিসংঘের কতটি শাখা?
উত্তরঃ ছয়টি
৭। সাধারণ পরিষদ এর অধিবেশন বছরে কতবার বসে।
উত্তরঃ একবার।
৮। বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন?
উত্তরঃ ১৯৮৬ সালে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী।
৯। জাতিসংঘের সফল প্রশাসনিক কাজ করার দায়িত্ব কার?
উত্তরঃ সচিবালয়ের।
১০। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব কে?
উত্তরঃ পর্তুগালের নাগরিক অ্যাটেনিও গুতারেস।
১১। অছিভুক্ত এলাকা সমুহের তত্তত্বাবধানের দায়িত্ব কোন শাখার?
উত্তরঃ অছি পরিষদের ।
১২। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সিমানাসহ দেশের অন্য যে-কোনো বিরোধ মীমাংসা কার কার কাজ?
উত্তরঃ আন্তর্জাতিক আদালত।
১৩। ২০১২ সালে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রসীমা নিয়ে কার সাথে বিরোধ বেধেঁছিল?
উত্তরঃ মিয়ানমারের সাথে।
১৪। বিভিন্ন দেশের দরিদ্র দূরিকরণ, শিক্ষা, বেকারত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে কোন পরিষদ?
উত্তরঃ নিরাপত্তা পরিষদের।
১৫। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব কোন পরিষদের?
উত্তরঃ নিরাপত্তা পরিষদের।
১৬। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র গুলো কী কী?
উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও গণচীন।
১৭। বাংলাদেশ কতবার নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়েছিল?
উত্তরঃ দুইবার।
১৮। জাতিসংঘ দিবস করে?

উত্তরঃ ২৪শে অক্টোবর।
১৯। ইউনিসেফ এর নাম কী?
উত্তরঃ জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল।
২০। ইউনিসেফ এর পুরো নাম কি?
উত্তরঃ জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল
২১। জাতিসংঘ এর সদও দপ্তর কোথায়?
উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক
২২। ইউনিসেফ শিশুদের জন্য কি কি কাজ করে?
উত্তরঃ প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রামে বিশুদ্ধপানিসরবরাহ,স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি, মা ও মিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা শিশুদেও বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
২৩। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদও দপ্তর কোথায়?
উত্তরঃ ইতালির রোমে
২৪। বিশ্ব ব্যাংক এর সদও দপ্তর কোথায়?
উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে
২৫। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বের কতটি অঞ্চলে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে?
উত্তরঃ ৬টি অঞ্চলে
২৬। বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস কবে?
উত্তরঃ ৭ এপ্রিল
২৭ । কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কাজ কওে যাচ্ছে?
উত্তরঃ ৬ টি
মা ও শিশুর স্বাস্থ্য,পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি।
২৯। ইউ এন ডিপি এর মূল কাজ কি?
উত্তরঃ বিভিন্ন দেশেরউন্নয়নে কাজ করে যাওয়া এবং জাতিসংঘের কাজ গুলোর সম্বন্বয় সাধন করা
৩০। জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক সঙস্থা কোনটি?
উত্তরঃ ইউনেস্কো
৩১। ইউনেস্কোর সদও দপ্তর কোথায়?
উত্তরঃ ফ্রান্সের প্যারিস
৩২। কোন সংস্থার উদ্যোগে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে?
উত্তরঃ ইউনেস্কো
৩৩। পাহাড়পুরসহ অন্যান্য প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন রক্ষায় কোন সংস্থা সহযোগিতা করছে?
উত্তরঃ ইউনেস্কো
৩৪। বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত একটি প্রকল্পের নাম ঈঅঝউ এই প্রকল্পের লক্ষ্য কি?
উত্তরঃ যানবাহন ও ইটের ভাটা থেকে নির্গত দুষণ দূও করা
৩৫। সার্ক এর পূর্ণ রুপ কি?
উত্তরঃ দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক সহযেগিতা সংস্থা
৩৬। সার্ক কবে গঠিত হয়?
উত্তরঃ উত্তরঃ ৬ টি
১৯৮৫ সালে
৩৭। সার্ক কোন মহাদেশে অবস্থিত?
উত্তরঃ এশিয়া
৩৮। সার্ক এর অন্তর্ভুক্ত শেষ রাষ্ট্র কোনটি?
উত্তরঃ আফগানিস্তান
৩৯। সার্ক এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটি?
উত্তরঃ ৬ টি